সূরা - ৬৯

নিশ্চিত-সত্য

(আল্-হাক্কাহ্, :১)

মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

পরিচ্ছেদ - ১

১ নিশ্চিত-সত্য!

২ কি সেই নিশ্চিত-সত্য?

৩ আহা, কি দিয়ে তোমাকে বোঝানো যাবে নিশ্চিত-সত্যটা কি?

৪ ছামূদ ও 'আদগোষ্ঠী আঘাতকারী প্রলয়কে অস্বীকার করেছিল।

৫ তারপর ছামূদগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে— তাদের তখন ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয়ে।

৬ আর 'আদগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে— তাদের তখন ধ্বংস করা হয়েছিল এক গর্জনকারী প্রচণ্ড ঝড়ের দ্বারা—

৭ যাকে তিনি তাদের উপরে প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিনব্যাপী, অবিরতভাবে, ফলে তুমি সেই লোকদলকে দেখতে পেতে সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে, যেন তারা খেজুর গাছের ফাঁপা গুড়ি।

৮ তারপর তুমি তাদের অবশিষ্ট কিছু দেখতে পাও কি?

৯ আর ফিরআউন আর যারা তার পূর্ববর্তী ছিল, আর বিধ্বস্ত শহরগুলো পাপাচার নিয়ে এসেছিল,

১০ যেহেতু তাদের প্রভুর রসূলকে তারা অমান্য করেছিল, সেজন্য তিনি তাদের পাকড়াও করেছিলেন এক সুকঠিন পাকড়ানোতে।

১১ নিঃসন্দেহ যখন পানি ফেঁপে উঠেছিল, তখন আমরা তোমাদের বহন করেলিাম জাহাজের মধ্যে,

১২ যেন আমরা এটিকে তোমাদের জন্য বানাতে পারি স্মরণীয় বিষয়, এবং শ্রুতিধর কান যেন এটি মনে রাখতে পারে।

১৩ সুতরাং যখন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে— একটি মাত্র ফুৎকার,—

১৪ এবং পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত উত্তোলন করা হবে, আর একটিমাত্র ধাক্কায় তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে।

১৫ অতএব সেইদিন মহাঘটনা সংঘটিত হবে;

১৬ আর আকাশ বিদীর্ণ হবে, ফলে সেইদিন তা হবে ভঙ্গুর;

১৭ আর ফিরিশ্‌তারা এর প্রান্তগুলোয় রইবে। আর তাদের উপরে সেইদিন তোমার প্রভুর আরশ বহন করবে আটজন।

১৮ সেইদিন তোমাদের অনাবৃত করা হবে,— কোনো গোপন বিষয় তোমাদের থেকে গোপন থাকবে না।

১৯ তারপর যাকে তার বই তার ডান হাতে দেয়া হবে সে তখন বলবে— "নাও, আমার এই বই পড়ে দেখো!

২০ "আমি নিশ্চয়ই জানতাম যে আমি আলবৎ আমার এই হিসাবের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি।"

২১ সুতরাং সে থাকবে এক পূর্ণ-সন্তোষজনক জীবনযাপনে—

২২ এক উঁচুপর্যায়ের জান্নাতে,

২৩ যার ফলের থোকাগুলো নাগালের মধ্যে।

২৪ "খাও আর পান করো তৃপ্তির সঙ্গে সেইজন্য যা তোমরা আগেকার দিনগুলোয় সম্পাদন করেছিলে।"

২৫ আর তার ক্ষেত্রে যাকে তার বই তার বাম হাতে দেওয়া হবে সে তখন বলবে— "হায় আমার আফসোস! আমার এই বই যদি আমায় কখনো দেখানো না হতো,—

২৬ "আর আমি যদি কখনো জানতাম না আমার এই হিসাবটি কী।

২৭ "হায় আফসোস! এইটাই যদি আমার শেষ হতো!

২৮ "আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজে এল না;

২৯ "আমার কর্তৃত্ব আমার থেকে বিনাশ হয়ে গেছে।"

৩০ "তাকে ধরো এবং তাকে বাঁধো;

৩১ "তারপর জ্বলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করো,

৩২ "তারপর তাকে এক শিকলে আবদ্ধ করো যার দৈঘ্য হচ্ছে সত্তর হাত।

৩৩ "নিশ্চয় সে বিশ্বাস করত না মহান আল্লাহ্‌তে,

৩৪ "আর সে উৎসাহ দেখাত না গরীবদের খাবার দিতে,

৩৫ "সেজন্য আজ তার জন্যে এখানে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না,

৩৬ "আর কোনো খাদ্য থাকবে না ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত—

৩৭ "যা পাপীরা ব্যতীত আর কেউ খায় না।"

পরিচ্ছেদ - ২

৩৮ কিন্তু না, আমি কসম খাচ্ছি যা তোমরা দেখছ তার,

৩৯ এবং যা তোমরা দেখছ না তারও,—

৪০ যে এটি এক সম্মানিত রসূলের বাণী,

৪১ আর এ কোনো কবির আলাপন নয়; সামান্যই তো যা তোমরা বিশ্বাস কর।

৪২ আর কোনো গনৎকারের বাক্‌চাতুরীও নয়; যৎসামান্য যা তোমরা চিন্তা কর!

৪৩ এ হচ্ছে এক অবতারণ বিশ্বজগতের প্রভুর কাছ থেকে।

৪৪ আর তিনি যদি আমাদের নামে কোনো বাণী রচনা করতে চাইতেন,—

৪৫ তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাকে ডানহাতে পাকড়াও করতাম,

৪৬ তারপর নিশ্চয়ই তার কণ্ঠশিরা কেটে ফেলতাম;

৪৭ তখন তোমাদের মধ্যের কেউই ওর থেকে নিবৃত্ত করতে পারতে না।

৪৮ আর নিশ্চয়ই এইটি ধর্মভীরুদের জন্য এক স্মারক-গ্রন্থ।

৪৯ আর নিশ্চয়ই আমরা তো জানি যে তোমাদের মধ্যে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী রয়েছে।

৫০ আর নিঃসন্দেহ এটি অবিশ্বাসীদের জন্য বড় অনুতাপের বিষয়।

৫১ আর নিঃসন্দেহ এটি তো সুনিশ্চিত সত্য।

৫২ অতএব তোমার মহামহিমান্বিত প্রভুর নামের জপতপ করো।